সিপিএলে ৪৮ বছর বয়সী তাম্বের ইতিহাস

৪৮ বছর বয়সে আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাস গড়লেন প্রবীণ তাম্বে। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে মাঠে নামলেন তিনি। শুধু সিপিএলেই নয়, প্রথমসারির কোনও বিদেশি টি-২০ লিগে তাম্বের আগে আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার খেলতে নামেননি। তাম্বেই প্রথম ও একমাত্র ক্রিকেটার যাঁকে সিপিএলের জন্য ছাড়পত্র দেয় বিসিসিআই।

নিজের অভিষেক ম্যাচের প্রথম ওভারেই উইকেট তুলে নেন তাম্বে। নাজিবুল্লাহ জাদরানকে আউট করেন তিনি। যদিও বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ১ ওভারই বল করার সুযোগ পান ভারতীয় স্পিনার। যাতে তিনি খরচ করেন ১৫ রান। তাম্বের নজির গড়ার দিনে নাইট রাইডার্স চলতি ক্যারিবিয়ান লিগে একটানা চতুর্থ জয় তুলে নেয়। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে তারা সেন্ট লুসিয়াকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে। যদিও নাইটদের হয়ে এই ম্যাচে মাঠে নামেননি সুনীল নারিন।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট লুসিয়া ১৭.১ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১১১ রান তুললে বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় খেলা শুরু হলে সেন্ট লুসিয়া আর তার পর থেকে ব্যাট করতে নামেনি। বরং পালটা ব্যাট করতে নামে টিকেআর। সেন্ট লুসিয়ার হয়ে ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন মহম্মদ নবি।

নাইটদের সামনে জয়ের জন্য ৯ ওভারে ৭২ রানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়। ৮ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন ড্যারেন ব্র্যাভো। জোড়া উইকেট নিয়ে টি-২০ ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের মাইলস্টোন টপকে যাওয়া ডোয়েন ব্র্যাভো ম্যাচের সেরা হন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: সেন্ট লুসিয়া: ১১১/৬ (১৭.১ ওভার), নাইট রাইডার্স: ৭২/৪ (৮ ওভার), টার্গেট ছিল ৯ ওভারে ৭২ রান। (নাইট রাইডার্স ৬ উইকেটে জয়ী)। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস।